৪৬

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ১০, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ জুন ২০১০ ইং

নং ৫৩(আঃমঃ)(লেঃসঃ)(মুঃপ্রঃ)/-আইন-অনুবাদ/২০১০—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রীপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন

সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনুদিত বাংলা পাঠ।)

রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯

১৯৭৯ সনের ১৭নং অধ্যাদেশ

[২৮ মার্চ, ১৯৭৯]

রেলওয়ে সম্পত্তির অবৈধ দখল সম্পর্কিত আইন সংহতকরণ এবং সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু, রেলওয়ে সম্পত্তির অবৈধ দখল সম্পর্কিত আইন সংহতকরণ এবং সংশোধন করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, ২০ আগস্ট, ১৯৭৫ এবং ৮ নভেম্বর, ১৯৭৫ এর ঘোষণা অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ, রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "বাহিনী" অর্থ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৪৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী;

(খ) "বাহিনীর সদস্য" অর্থ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যতীত বাহিনীতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(গ) "বাহিনীর কর্মকর্তা" অর্থ বাহিনীতে নিযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এবং তাহার উপরের পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা;

(ঘ) "রেলওয়ে সম্পত্তি" অর্থে রেলওয়ে প্রশাসনের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা যে কোন মালামাল, অর্থ বা মূল্যবান জামানত বা প্রাণী অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "উর্ধ্বতন কর্মকর্তা" অর্থ রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৪৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ এর অধীন নিযুক্ত বাহিনীর যে কোন কর্মকর্তা;

(চ) এই অধ্যাদেশে যে সকল শব্দ এবং অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ (১৮৯০ সনের ৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সে সকল শব্দ এবং অভিব্যক্তি যথাক্রমে উক্ত আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ বহন করিবে।

৩। **রেলওয়ে সম্পত্তি অবৈধ দখলের শাস্তি।**—চুরি গিয়াছে বা বেআইনীভাবে প্রাপ্ত বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যায় এমন কোন রেলওয়ে সম্পত্তি কোন ব্যক্তির দখলে আছে বলিয়া দেখা গেলে বা প্রমাণিত হইলে, যদি উক্ত ব্যক্তি উক্ত রেলওয়ে সম্পত্তি আইনগতভাবে তাহার দখলে আসিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে বা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪। **অপরাধ সংঘটনে সহায়তাদানের শাস্তি।**—জমি বা ইমারতের কোন মালিক বা দখলদার অথবা ঐরূপ মালিক বা দখলদারের জমি বা ইমারতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি ইচ্ছাকৃতভাবে এই অধ্যাদেশের বিধানের পরিপন্থী কোন অপরাধ সংঘটনের সহায়তা করিলে, তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে, বা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৫। **এই অধ্যাদেশের অধীনে সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য হইবে না।**—ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধ আমলযোগ্য হইবে না।

৬। **বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষমতা।**—যিনি এই অধ্যাদেশের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িত রহিয়াছেন অথবা যাহার সম্বন্ধে এইরূপ জড়িত থাকিবার ব্যাপারে যুক্তিসংগত সন্দেহ করা যায়, তাহাকে বাহিনীর যে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সদস্য ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা পরোয়ানা ব্যতীত গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

৭। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিষয়ে করণীয়।**—বাহিনীর কোন কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে, বিলম্ব না করিয়া তাহাকে বাহিনীর সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ কর্মকর্তার নিকট পাঠাইতে হইবে।

৮। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্তের প্রক্রিয়া**—(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে বাহিনীর কোন কর্মকর্তা গ্রেফতার করিলে বা ধারা ৭ অনুসারে তাহার নিকট পাঠানো হইলে, তিনি এইরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম শুরু করিবেন।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীনে কোন আমলযোগ্য মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এবং যে সকল বিধানের অধীন হন, এতদুদ্দেশ্যে উক্ত বাহিনীর কর্মকর্তাও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং সেই সকল বিধানের অধীন হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে—

(ক) যদি বাহিনীর কর্মকর্তা মনে করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সপক্ষে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য বা সন্দেহের যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হওয়ার শর্তে জামিন দিতে পারিবেন অথবা উক্তরূপে ম্যাজিস্ট্রেটের জিম্মায় চালান করিতে পারিবেন।

(খ) বাহিনীর কোন কর্মকর্তার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বা সন্দেহের যুক্তিসংগত কারণ নাই, তাহা হইলে তিনি যেইরূপ নির্দেশ করিতে পারেন সেই অনুযায়ী জামিনদারসহ বা জামিনদার ব্যতীত একটি মুচলেকা সম্পাদনের পর তাহাকে মুক্তি দিবেন এবং মুচলেকা অনুসারে যদি এবং যখন প্রয়োজন হয়, এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির হইতে আদেশ প্রদান করিবেন এবং তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট মামলার সকল বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রদান করিবেন।

৯। **সাক্ষ্য প্রদান এবং দলিলাদি উপস্থাপনের জন্য কোন ব্যক্তিকে সমন প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান বা কোন দলিল বা অন্য কিছু উপস্থাপনের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যক বিবেচনা করিলে বাহিনীর কোন কর্মকর্তার এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে সমন প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(২) সমনপ্রাপ্ত ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা নির্দিষ্ট কিছু দলিল বা জিনিস অথবা নির্দিষ্ট ধরণের সকল দলিল বা জিনিস উপস্থাপনের জন্য সমন জারি করা যাইবে।

(৩) এইরূপ সমনপত্র সকল ব্যক্তি, সশরীরে বা উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুসারে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা দিতে বাধ্য থাকিবেন; এবং এইরূপ সমনপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকে যেসকল বিষয়ে জেরা করা হইবে বা তাহারা যে বিবৃতি প্রদান করিবেন সেই সকল বিষয়ে সত্য উক্তি করিতে এবং প্রয়োজনীয় সকল দলিল ও অন্যান্য জিনিস উপস্থাপনে বাধ্য থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে হাজিরার জন্য অধিযাচনের ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ১৩২ এবং ১৩৩ এর অধীনে প্রদেয় অব্যাহতি প্রযোজ্য হইবে। (৪) উপরিউল্লিখিত এইরূপ প্রতিটি তদন্ত দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।

১০। **তল্লাশি পরোয়ানা জারি।**—(১) চুরি যাওয়া বা অবৈধভাবেপ্রাপ্ত রেলওয়ে সম্পত্তি জমা রাখিবার বা বিক্রয়ের জন্য কোন স্থান ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া বাহিনীর কোন কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি উক্ত স্থান যে এলাকায় অবস্থিত সেই এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তল্লাশি পরোয়ানা জারির জন্য আবেদন করিবেন।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করা হইয়াছে তিনি যেইরূপ প্রয়োজন মনে করেন, সেইরূপ তদন্তের পর বাহিনীর যে কোন কর্মকর্তাকে প্রাধিকারবলে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন—

(ক) সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তাসহ এইরূপ স্থানে প্রবেশের;

(খ) পরোয়ানায় বর্ণিত পদ্ধতিতে তল্লাশির;

(গ) চুরি যাওয়া বা অবৈধভাবে প্রাপ্ত বলিয়া যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ করেন এইরূপ যে কোন রেলওয়ে সম্পত্তির দখল গ্রহণের; এবং

(ঘ) উক্ত রেলওয়ে সম্পত্তি একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সোপর্দ করিবার বা অপরাধীকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির না করা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে প্রহরার ব্যবস্থা করিবার বা অন্য যে কোন উপায়ে কোন নিরাপদ স্থানে ন্যস্ত করিবার।

১১। **তল্লাশি এবং গ্রেফতারের প্রক্রিয়া।**—এই অধ্যাদেশের অধীনে সকল তল্লাশি এবং গ্রেফতার ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫ নং আইন) এ বর্ণিত তল্লাশি এবং গ্রেফতার সম্পর্কিত বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করিতে হইবে।

১২। **যানবাহন, ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদানে আদালতের ক্ষমতা।**—এই অধ্যাদেশের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারকারী কোন আদালত যদি কোন সম্পত্তির সহিত এই অধ্যাদেশের অধীনে কৃত অপরাধে সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে আদালত সেই সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে এবং এইরূপ সম্পত্তি যাহাতে রাখা আছে এমন আধার, প্যাকেজ বা আবরণ এবং উহা বহনে ব্যবহৃত প্রাণী, গাড়ি বা অন্য কোন যানবাহনও বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩। **অন্যান্য আইনের উপর এই অধ্যাদেশের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে এই অধ্যাদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানসমূহ কার্যকর থাকিবে।

১৪। **রহিতকরণ।**—দি রেলওয়ে স্টোর্স (অবৈধ দখল) অধ্যাদেশ, (১৯৪৪ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd